প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.pkb.gov.bd

নং ঃ ৪৯.০০৩.০৯৯৯.০৪.০৩১.১৩-৫৩ তারিখ ঃ ২৭ নভেম্বর, ২০১৬

ঋণ আদায় ও আইন বিভাগ

সার্কুলার

বিষয় ঃ তামাদি আইন-১৯০৮-সংজ্ঞা ও প্রয়োগের ধারনা, তামাদি ঋণ আদায়ের কৌশল, দায়ী ব্যাক্তি ও দায়-দায়িত্ব নিরূপন।

ভূমিকা ঃ তামাদি আইন একটি প্রয়োগিক আইন। এটি সময় নির্দেশক আইন। আদালতে কোন মামলা দায়ের, কোন রায়ের বিরূদ্ধে আপিল বা আদালতে কোন আইনী আবেদন দাখিলের সময়সীমাকে তামাদি আইন নির্দেশ করে। প্রতিকার বা দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে যে আইনী সময়সীমা রয়েছে তা তামাদি আইনের মূলভাষ্য।

এই উপমহাদেশে ১৭৯৩ সালে সর্বপ্রথম তামাদি আইন প্রর্বতন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে তা খন্ডাকারে প্রকাশিত হলেও ১৮৭৭ সালে এটাকে আবার সংশোধন করা হয়। আবশেষে ১৯০৮ সালে তামাদি আইন চালু করা হয় এবং বর্তমানে তা বলবৎযোগ্য। তামাদি আইন একটি দেওয়ানী আইন। এই আইনে রুজুকৃত মামলা দেওয়ানী আদালতে পরিচালিত হয়।

তামাদি শব্দটি একাট আরবী শব্দ। এর ইংরেজী পরিভাষা "Time Barred"এবং বাংলা পরিভাষা "দাবী আদায়ের নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রম করা"।

ব্যাংক যখন কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠনকে কোন ঋণ প্রদান করে, তা আদায় করা ব্যাংকের আইনগত অধিকার এবং আইনসঙ্গত দাবী। এ দাবী আদায়ের জন্য যে আইনসঙ্গত সময় রয়েছে তা অতিক্রম করলে উক্ত ঋণ তামাদি আইনে বারিত হবে এবং ঋণটি তামাদি ঋণে পরিণত হবে।

তামাদির সময়কাল গণনা ঃ ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ৩ নম্বর ধারায় বর্ণিত প্রথম তফসিলের ৫৯, ৬১, ৬২ ও ১৩৫ নম্বর আনুচ্ছেদ মোতাবেক ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে তামাদির সময়কাল গণনার জন্য নিম্নোক্ত বিধান রয়েছে ঃ

(ক) ঋণের টাকা প্রদানের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর [ধারা (৩) (তফসিল-১ঃ অনুঃ ৫৯)]।
(খ) ঋণ হিসাবে তামাদি বারিত হওয়ার পূর্বে টাকা জমা করার সর্বশেষ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর [ধারা (৩) (তফসিল-১ঃ অনুঃ ৬১)]।
(গ) ঋণ হিসাব বর্ধিতসহ নবায়নের ক্ষেত্রে (Renewal for enhancement) ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক টাকা গ্রহণের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর [ধারা (৩) (তফসিল-১ঃ অনুঃ ৬২)]।
(ঘ) স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে বন্ধকী ঋণের ক্ষেত্রে Deed of Registered Mortgage সম্পাদনের তারিখ হতে ১২ (বার) বছর [ধারা (৩) (তফসিল-১ঃ অনুঃ ১৩৫)]।

ঋণের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ১৯ ধারায় ঋণের প্রাপ্তি স্বীকারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধান বর্ণিত আছে ঃ

(ক) তামাদির সময় পার হওয়ার পূর্বেই ঋণের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে।
(খ) তামাদির মেয়াদ পার হওয়ার পর ঋণের প্রাপ্তি স্বীকার আইনত গ্রহণযোগ্য হবে না।
(গ) ঋণের টাকা আদায়ের দাবী যদি তামাদি হয়ে যায় এবং তৎপরবর্তীতে দাবী স্বীকার করা হলে তা ঋণের দাবীকে পুনরুজীবিত করবে না।
(ঘ) কোন দেনাদার বা ঋণ গ্রহীতা ৩ (তিন) বছরের অধিক সময় পরে দায় স্বীকার করলে এ ধারার বিধান মোতাবেক দায় স্বীকার বলে পরিগণিত হয় না ও তামাদি ঋণটি পুনরুজীবিত করা সম্ভব হয় না।

ঋণ তামাদি হওয়ার পর টাকা জমা দিলে তা তামাদি মুক্ত হবে না ঃ ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ২০(১) ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ ঃ

"দেনা পরিশোধের সময় পার হবার আগে অর্থাৎ দেনা তামাদি হয়ে যাবার আগে খাতক যদি কিছু অর্থ মহাজনকে (এ ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে) দেনা স্বীকৃতি হিসেবে দেয় ও ঐ স্বীকৃতি স্বাক্ষর করে দেয় তবে যে তারিখে অর্থ দেয় হয় সে তারিখ থেকে নূতনভাবে তামাদির হিসাব আরম্ভ হয়"।

উপরোক্ত ধারা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত ঃ বুঝা যায় যে, ঋণ হিসাব তামাদি হওয়ার পর টাকা জমা করলে তা তামাদিমুক্ত হবে না।

অনেক শাখা ব্যবস্থাপক মনে করেন যে, ঋণ হিসাবে তামাদি হওয়ার পর টাকা জমা করলে বা পরিশোধের অংগীকার করলে তা তামাদিমুক্ত হবে। এ ধরণের কার্যকলাপ এ আইনের ১৯ ও ২০ ধারার সরাসরি লংঘন ও রীতিসিদ্ধ আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই ব্যাংকারদেরকে এ বিষয়ে সর্বোত্তম সর্তকর্তা অবলম্বন করতে হবে।

ঋণের তামাদিরোধে ব্যাংকারের করণীয় ঃ ঋণ বিতরণ করার পর ঋণের টাকা আদায় করা ব্যাংকারের আইনগত দাবী এবং ব্যাংকারের নৈতিক দায়িত্ব। তামাদি আইনের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার ফলাফল থেকে ঋণের তামাদিরোধে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১. মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে মাসিক কিস্তি নিয়মিতভাবে আদায় করা।
২. ঋণের খতিয়ান নিয়মিতভাবে সুষম করা যাতে ঋণ বিতরণ ও জমা দেয়ার তারিখ সহজে গোচরীভূত হয়।
৩. এককালীন পরিশোধযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা টাকা জমা করলে জমার তারিখে ঋণ পরিশোধের অংগীকারনামা গ্রহণ করা।
৪. মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে ঋণ পরিশোধের অংগীকারনামা গ্রহণ করা।
৫. ঋণ বিতরণের তারিখ বা টাকা জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখকে তামাদি গণনার ভিত্তি হিসেবে গন্য করা।
৬. ব্যবস্থাপক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিকে সুদারোপ করার সময় তামাদি সময়কাল চিহ্নিত করা এবং সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা।
৭. ব্যবস্থাপক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার তামাদি আসন্ন ঋণ হিসাব গোচরীভূত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে তামাদিমুক্ত করে প্রয়োজ্য আইনে মোকদ্দমা দায়ের করা।
৮. ঋণ গ্রহীতার সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রেখে আদায়ের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রাখা।

ঋণ পরিশোধের অংগীকার নামার আইনগত ফলাফল ঃ ব্যাংকের ঋণ নিয়মাচারে অংগীকার নামা গ্রহণ করা একটি প্রচলিত নিয়ম। অভিজ্ঞতার ফলাফল থেকে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে অংগীকারনামা দেয়া হলেও তা অনেক ঋণ গ্রহীতা ভঙ্গ করে থাকে যা breach of contract এর অর্ন্তভূক্ত। এ অংগীকারনামা আইনগত ফলাফল বহাল রাখতে ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন বলে চুক্তি প্রবল মামলা করার আবশ্যকতা রয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ১৯ ধারার বিধান মোতাবেক লিখিত দায় স্বীকার তামাদি রোধের একমাত্র রক্ষাকবজ, যা তামাদি হওয়ার পূর্বে আব্যশিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। উক্ত ধারার লিখিত দায় স্বীকারের আইনগত ফলাফল নিম্নোক্তভবে বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

"Before the expiration of the period preseribed for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing signed by the party agst whom he derives little or liability, a fresh period of limitaion shall be computed from the time when the acknowledgment was so signed".

<u>ব্যাংক ঋণের তামাদির জন্য দায়ী কে ? ঃ</u> ঋণ বিতরণের পর ঋণের টাকা আদায়ের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয়, তাকে বলা হয় "ঋণ আদায়ের অনুসরণ প্রক্রিয়া" (Follow up for loan Recovery)। এ অনুসরণ প্রক্রিয় ব্যাহত হলে ঋণের নেতিবাচক অবস্থার উদ্ভব ঘটে যেমন ঃ শ্রেণীবিন্যাস, মেয়াদোত্তীর্ণ, কিস্তি খেলাপী, তামাদি ইত্যাদি। কারণ অনুসরণ বা Follow up বজায় থাকলে ঋণের নেতিবাচক বা খারাপ দিকগুলি সনাক্ত করা সহজ হয়। ঋণের তামাদির উদ্ভব এ নেতিবাচক পরিস্থিতির ফলাফল। ঋন আদায়ে শাখা ব্যবস্থাপক ঋণের অনুসরণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকে বিধায় তামাদির জন্য শাখা ব্যবস্থাপক অথবা যার দায়িত্বকালে ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের ৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর তফসিলভূক্ত ৫৯, ৬১, ৬২ ও ১৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ঋণ হিসার তামাদিতে বারিত হলে উক্ত শাখা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা তামাদির জন্য দায়ী হবেন। কেননা অনুসরণের বিচ্যুতি থেকেই ঋণ তামাদিতে বারিত হয়।

বিশিষ্ট ব্রিটিশ ব্যাংক বিশেষজ্ঞ Timothy. W. Koch ঋণের অনুসরণ বা Follow up এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন " Follow up of Loan is nothing but a strategic process of collecting bank dues form the borrower".

সুতরাং দেখা যায় যে, নিয়মিত ঋণ আদায়ে Follow upই হচ্ছে তামাদি রোধের সর্বোত্তোম হাতিয়ার।

<u>তামাদির জন্য দায়ী ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ঃ</u> যার দায়িত্বকালে ঋণ তামাদি হয়, উক্ত ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তাই উক্ত তামাদি ঋণের জন্য দায়ী হয়। দায়ী ব্যক্তি দায়-দায়িত্ব নিরূপণের সাথে সম্পৃক্ত ঋণের তামাদি দায় আদায়ে আইনের আশ্রয় বা মোকদ্দমা দায়ের সম্ভব হয় না বিধায় এ ধরণের ঋন পরিশোধ বা আদায়ের দায়িত্ব দায়ী ব্যক্তির উপর বর্তায় এবং তা তার ব্যক্তিগত দায় হিসেবে চিহিত হয়। দায়ী ব্যক্তি তা পরিশোধের জন্য আইনগতভাবে দায়ী থাকে।

তামাদি ঋণের জন্য দায়ী ব্যক্তি তামাদি ঋণের দায় পরিশোধ বা সমন্বয় বা আদায় করতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চাকুরী প্রবিধানমালা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কারণ এটি ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে গন্য হয়। ঋণাংকের মাত্রা অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তিকে এর জন্য লঘু/ গুরুদন্ড ভোগ করতে হয়।

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

(চৌধুরী গোলাম রহমান)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (বিভাগীয় প্রধান)
আইন বিভাগ
ফোন ঃ +৮৮ ০২-৮৩১৭৩৪৫

শাখা ব্যবস্থাপক (সকল)
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক।

অনুলিপিঃ
১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সকল বিভাগীয় প্রধান, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।